দলীয় কোন্দলে খুন হন যুবদল নেতা আলমগীর

গাংনীতে যুবদল নেতা আলমগীর হোসেন হত্যাকান্ডটি পাওনা টাকাকে কেন্দ্র করে নয়, যুবদলের দলীয় কোন্দলের কারণে ঘটেছে।

গতকাল বুধবার দুপুরে পুলিশ সুপারের কনফারেন্স রুমে প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন মেহেরপুর পুলিশ সুপার মাকসুদা আখতার খানম।

জেলা পুলিশ সুপার বলেন, গাংনী ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি নিহত আলমগীর হোসেন দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকার কারণে ওয়ার্ডের যুবদলের সভাপতির দায়িত্ব পালন করতেন প্রধান আসামি মাফিকুল ইসলাম মাফি। গত ৫ আগস্টের পরে নিহত আলমগীর দেশে আসে এবং রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। তার এই সক্রিয়তার কারণে মাফিকুল রাজনীতিতে কোণঠাসা হয়ে পড়ে।
তিনি আরো বলেন, রবিউল ইসলাম বিপ্লব আগামীতে গাংনী পৌর যুবদলের সম্পাদক হওয়ার চেষ্টা করে আসছিল। এ কারণে ১ নং ওয়ার্ড কমিটির সভাপতির সমর্থন প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আলমগীর বিপ্লবকে সমর্থন না দিয়ে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। আলমগীরের জনপ্রিয়তার কারণে তাকে সভাপতি পদ থেকে সরানোও সম্ভব হচ্ছিল না। এ কারণে পথের কাটা আলমগীরকে সরিয়ে যে কোন মূল্যে মাফিকে সভাপতির চেয়ারে বসানোর পরিকল্পনা করে বিপ্লব।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার আরো বলেন, হত্যাকান্ডের মাস্টারমাইন্ড রবিউল ইসলাম বিপ্লব ও মাফিকুল ইসলাম মাফি ঘটনার ৮/১০ দিন পূর্ব থেকেই অপরাপর আসামীদের নিয়ে হত্যার পরিকল্পনা করে। হত্যাকান্ডের জন্য তারা গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের সহড়াবাড়িয়া মাঠের ইয়ারুল কাটা নামক নির্জন স্থান বেছে নেয়। রবিউল ইসলাম বিপ্লব তার সহযোগী আসামী শফিকুল ইসলাম শফিকে ৩,০০০ টাকা জবাই করার জন্য ধারালো ছুরি কেনা ও অন্যান্য খরচ বাবদ দেয়। রবিউল ইসলাম বিপ্লব অপরাপর সহযোগী আসামী মোঃ জনি ইসলাম ও মোঃ হাসিবুল ইসলামকে গাংনী বাজরের একটি দোকান হতে সাদা নাইলনের দড়ি কিনে দেয়। নিহত আলমগরি হোসেন তাদের বন্ধু ও ঘনিষ্ঠজন হওয়ার কারণে গত ১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ সন্ধ্যায় পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘুরতে যাওয়ার কথা বলে মোঃ রবিউল ইসলাময়ে বিপ্লব ও মাফিকুল ইসলাম মাফি সহযোগী আসামী আলমগীর ও শফিকুল শফিকে নিয়ে মোটরসাইকেলযোগে ঘটনাস্থলে

আলমগীর হোসেনের (৩৮) গলাকাটা মরদেহ সহড়াবাড়িয়া ইছাখালি মাঠের পাশে থেকে উদ্ধার করে পুলিশ।

গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে আনসার-ভিডিপি’র ব্রিফিং

আগামীকাল মঙ্গলবার (২১ মে) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপ। গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে উপজেলায় ১০৭টি ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী মেহেরপুর জেলা তাদের যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে।

জেলা কমান্ড্যান্ট প্রদীপ চন্দ্র দত্ত প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্যে তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, ভোট কেন্দ্র ও ব্যালট বাক্সের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ভোটদানে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী গাংনী উপজেলা মোট ১ হাজার ৪৭২ জন সদস্য মোতায়েন করেছে। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তায় মোট ১৩ জন বা ততোধিক আনসার ও ভিডিপি সদস্য ১৭ মে থেকে অঙ্গীভূত হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন। তাদের মধ্যে একজন প্লাটুন কমান্ডার (পিসি) ও দুইজন সহকারী প্লাটুন কমান্ডারের (এপিসি) নেতৃত্বে ৬ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা আনসার-ভিডিপি সদস্য রয়েছেন। কোনো কেন্দ্রে বুথ সংখ্যা ৬টির বেশি হলে বুথ প্রতি অতিরিক্ত আরও একজন করে আনসার-ভিডিপি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। পিসি ও এপিসিগণ (৩ জন) অস্ত্রসহ এবং আনসার-ভিডিপি সদস্য-সদস্যাগণ লাঠিসহ ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত থাকবেন।

তিনি আরও বলেন, ১ম ধাপের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে অত্র জেলার দু’টি উপজেলায় প্রায় দুই হাজার জনবল অত্যন্ত দক্ষতা ও আন্তরিকতার সহিত দায়িত্ব পালন করেছেন। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় এবারও আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী মেহেরপুর জেলার সদস্য-সদস্যাগণ নির্বাচনি বিধি মেনে দায়িত্ব পালনে

বদ্ধপরিকর।

গাংনীতে ইউপি নির্বাচন বিষয়ে পুলিশ সুপারের ব্রিফিং

মেহেরপুরের গাংনীর ৫টি ইউপি নির্বাচনে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভাবে দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে ব্রিফিং করেছে মেহেরপুরের গাংনী থানা পুলিশ। আজ বুধবার বেলা ১১ টার দিকে গাংনী থানা চত্ত্বরে এ ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার রাফিউল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গাংনী থানার ওসি বজলুর রহমান। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম, জেলা আনসার ও ভিডিপি কমান্ডার রাকিবুল ইসলাম।

পুলিশ সুপার সকল সদস্যদেরকে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সজাগ করেন ও দিক নির্দেনা দেন।

উল্লেখ্য, গাংনী উপজেলার কাথুলি, তেতুঁলবাড়িয়া, সাহারবাটি, বামন্দী ও মটমুড়া ইউপি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বৃহষ্পতিবার।